আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ১৭ই অক্টোবর ২০০২ইং

দুই বছর পূর্বে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অর্জিত বৈশ্বিক অগ্রগতির উল্লেখ করলেও এইচআইভি/এইডস, বিরোধ সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো কিছু গুরুত্তর প্রতিকুলতা ও হুমকি, যে গুলো এখনও মানবতা এবং দারিদ্র ও ভীতি হতে মুক্তির প্রত্যাশার উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে রয়েছে, চিহ্নিত করেন। সহস্রাব্দ ঘোষনার মাধ্যমে তাঁরা এ ব্যাপারে সাড়া প্রদান করেন। নতুন শতাব্দীতে কার্যক্রম সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক পছন্দের এটি একটি সুস্পষ্ট বিবরণী।

ঐ অগ্রাধিকার ভিত্তিক পছন্দসমূহের মধ্যে "আমাদের নিজেদের নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিদের চরম দারিদ্রের হতাশা ব্যঞ্জক ও মানবেতর পরিস্থিতি হতে মুক্ত করার ব্যাপারে চেষ্টার অন্ত না রাখা" সংক্রান্ত তাদের প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। আরো নির্দিষ্ট করতে বলতে গেলে, তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, ২০১৫ সাল নাগাদ তাঁরা ঃ চরম দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত এবং নিরাপদ খাবার পানি হতে বঞ্চিত বিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেক হ্রাস করবেন; প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার ও শিক্ষার সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা আনয়ন করবেন; শিশু মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাতার মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করবেন; এইচ আইভি/এইডস্ এর বিস্তার রোধ এবং অন্যান্য গুরুতর রোগব্যাধি বিস্তার হ্রাস করবেন; এবং উন্নয়নের জন্যে বৈশ্বিক অংশীদারীত্ব গঠন করবেন।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস সহাস্রব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs) অর্জনে আমাদের সকলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা এবং এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি বা বিদ্যমান অপূর্ণতার উপর আলোকপাত করার এক উপলক্ষ।

নিঃসন্দেহে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্ব কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেছে। সর্বশেষ উপাত্ত অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশসমুহে দৈনিক এক ডলার অপেক্ষা কম উপর্জনে জীবনধারণকারী লোকের অনুপাত ১৯৯০ সালের (সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সূচনা তারিখ যেখান হতে অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়েছে) এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা ১৯৯৯ সালে এক-চতুর্থাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রতিটি অঞ্চল বা দেশে এই অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। উপ-সাহারীয় আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আমেরিকার পাশাপাশি কতগুলো পরিবর্তনশীল অর্থনীতির দেশে দারিদ্র মানুষের সামগ্রিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সার্বিক বিচারে, ২০১৫ সাল নাগাদ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্ব সঠিক ভাবে এগুচ্ছে না। ২০০০ সাল নাগাদ, সর্বশেষ যে বছর পর্যন্ত উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে, আমাদের ঐ লক্ষ্য অর্জনে ৪০ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করার কথা । কিন্তু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বৈশ্বিক তথ্যাবলীতে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত অগ্রগতির বড়জোর অর্ধেক অর্জিত হয়েছে।

তবু আশা রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ অর্জন যোগ্য। কিন্তু পুরনো শত্রু দারিদ্র তার বহুরূপ নিয়ে বিদ্যমান। একে পরাভুত করতে প্রয়োজন বহু কর্মীর এক যোগে কাজ করা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বৈশ্বিক, কিন্তু এগুলো অর্জিত হয়েছে কি হয়নি তা বোঝা যাবে প্রতিটি পৃথক দেশে কি ঘটছে তা থেকে। এবং প্রতিটি দেশ প্রয়োগ করতে পারে লক্ষ্যসমূহ অর্জনের এমন কোন যাদুকরী ফর্মুলা নেই।

প্রতিটি দেশকে অবশ্যই একটি সাঠিক নীতিমালার মিশ্রন খুঁজে পেতে হবে, যেটি হবে স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ন। এবং প্রতিটি দেশের জনগনকে অবশ্যই ঐ নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ব্যাপারে জোর তাগিদ দিতে হবে।

এটি কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমনটি ভাবা ঠিক হবে না। উন্নত দেশসমূহকেও এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের নিজেদের জনগণের কোন অংশের যাতে কোন অভাব না থাকে। এবং তাদেরও একটি বিশেষ বৈশ্বিক দায় দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে পূরণ করতে হবে তাদের প্রদত্ত অঙ্গীকার ঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্যের জন্য তাদের বাজার পুরাপুরি উন্মুক্ত করা সংক্রান্ত; তাদরেকে বিশ্ব বাজারে ন্যায় সঙ্গত ভাবে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ প্রদান করা সংক্রান্ত এবং আরো অধিকতর উদার উন্নয়ন সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত অঙ্গীকার। এগুলো ব্যতিরেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবে না, তা যত কঠোর প্রচেষ্টাই তারা করুক না কেন।

সেজন্যেই আমি সুচনা করেছি একটি সহস্রাব্দ প্রচারাভিযানের ঃ যাতে লক্ষ্যসমূহ বিশ্বব্যাপী অধিকতর ভালোভাবে পরিচিত করা যায় এবং এদের পেছনে জনমতের শক্তিকে সচল রাখার প্রয়াস চালানো হয়।

প্রতি বছর আমি একটি বৈশ্বিক প্রতিবেদন তৈরী করবো। কিন্তু আমি আশা করব প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশও জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এর নিজস্ব বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করবে যাতে করে প্রতিটি দেশের লোক তারা কেমন ভাবে এগুচ্ছে সেটি সম্বন্ধে অবগত হবে। আমাদের প্রত্যাশা এই যে, গণতন্ত্রের এই যুগে একবার জনগণ অবগত হলে তাঁরাই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জোর তাগিদ দিবে।

আজকের আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবসে আসুন আমরা এই ব্যাপারটি স্বীকার করি যে, যে কোন স্থানে বিদ্যমান চরম দারিদ্র সকল স্থানের মানব নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ। আসুন আমরা স্মরন রাখি যে, দারিদ্র মানবাধিকারের প্রতি এক প্রত্যাখ্যান। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো, আজকের এই অভূতপূর্ব সম্পদ ও কারিগরী উৎকর্ষের যুগে মানবতাকে এই লজ্জাকর অভিশাপ হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আসুন এই কাজে আমরা আমাদের সদিচ্ছাকে ব্যাবহার করি।

** ** **